এক ঋতু নরকে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে গেলে একটু আশ্চর্যই লাগে।

১৯৫৪ সালে, জাঁ-আর্তুর র‍্যাঁবোর জন্মশতবার্ষিকীর সময় যখন লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদে নরকের এক ঋতু বেরিয়েছিলো, সে একটা উন্মাদনার মুহূর্ত এসেছিলো বাংলা কবিতায়। দুঃখ, যন্ত্রণা আর আনন্দে মেশা এক উত্তেজনা। ট্রামের তলায় চাপা প'ড়ে মারা যাবেন জীবনানন্দ, কিন্তু মৃত্যুর আগেই 'নির্জনতার' খোলশ ছেড়ে তিনি নেমে এসেছেন শহরের রাস্তায়। কবিতাভবন, সিগনেট প্রেস আর নাভানা পর-পর বার করে চলেছে কবিতার বই। তখনও যে কবিদের নিজেদের অর্থেই ছোটো-ছোটো প্রকাশনা থেকে কবিতার বই বেরুচ্ছে না, তা নয়, কবিতাভবনই ছিলো তেমনতর প্রকাশনার প্রধান প্রতিনিধি। কিন্তু সিগনেট প্রেস আর নাভানা দেখিয়ে দিয়েছে তেমন করে কবিতার বই বার করতে হয়– কতটা চিন্তা, কতটা রুচি, কতটা শোভন মর্যাদা জড়ানো থাকে তার সঙ্গে, যেমন দেখিয়েছিলো বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠিত কবিতা ভবন : **এক পয়সা একটি** গ্রন্থমালায় বেরিয়ে চলেছে আধুনিক কবিদের বই : ছোটো বই, কাগজে বাঁধাই, কিন্তু প্রভাব বা অভিঘাতের দিক থেকে আদৌ নগণ্য নয়, মোটেই ফ্যালনা নয়; কোনো বইয়ের মলাট এঁকে দিয়েছেন যামিনী রায়, কারু-বা মলাট এঁকেছেন 'আলফাবিটা'। পূর্বাশা, সংকেতভবন, গুপ্ত, রাহমান অ্যান্ড কোং, বা আরো কোনো - কোনো প্রকাশনা সংস্থা নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন কবিতার বই প্রকাশ করবার। অন্তত এটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবিতা কোনো গদ্য গল্প প্রবন্ধর তলায় ফাঁকা জায়গাটায় পাদপূরণের জন্য লেখা হয় না।

এই সময়ই নাভানা হঠাৎ প্রকাশ করলো ছোট্ট একটা বই, র‍্যাঁবোর, বাংলা অনুবাদে।

এমন নয় যে ফরাসি কবিদের সঙ্গে বাঙালির এর আগে পরিচয় হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা মোহিতলাল মজুমদার অনবাদ করেছেন পিয়ের রঁসার, ভিক্তর উগো বা শার্ল বোদলেয়ার। **পরিচয়, কবিতা, পূর্বাশা** বা অন্য ছোটো পত্রিকায় ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত, বেরিয়েছে (এবং বেরুচ্ছে) ফরাসি কবিদের অনুবাদ এমনকী র‍্যাঁবোরও কোনো - কোনো কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছে কোথাও - কোথাও। কিন্তু আস্ত একটি কবিতার বই, এমন-একজন কবির লেখা যিনি কিনা আঠারো বছর বয়েসেই কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, যাঁর জীবনকথা অনেকটাই রহস্য আর কুহেলিতে ঘেরা, প্রশ্নজটিল, মর্মান্তিকও, শেষজীবন আদপেই শ্লাঘার নয়, যিনি হয়তো বেনামিতে দেখা দিয়ে গেছেন আগেই, জোসেফ কনরাড-এর ছোটো উপন্যাস হার্ট অভ ডার্কনেস-এ। টি.এস.এলিয়ট তাঁর একটি কবিতার সূচনায় এই হার্ট অভ ডার্কনেস থেকে লাইন তুলে দিয়ে এই উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পাঠকদের। ১৯৫৪ সালে, ডিসেম্বর মাসে জীবনানন্দের অপঘাত মৃত্যুর বেদনা যখন সবাইকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে প্রায় এক ঝটকাতেই র‍্যাঁবোর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের অপরিচয়ের পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছিলো **নরকে এক ঋতু।**

এক ঋতু নরকে? কিন্তু আমরা তো ততদিনে আবিষ্কারই করে ফেলেছি যে আমরা নরকেই আছি। স্বাধীনতা পাবার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা ততদিনে অন্তর্হিত হ'তে বসেছে। স্বাধীনতা মানে তো দেশভাগ : দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হ'য়ে এসেছে। যুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময় থেকে মানুষের মূল্যবোধে যে শোচনীয় ভাঙন শুরু হয়েছিল তা এসে পৌঁছেছে দুঃসহ দশায়। স্বাধীনতার উন্মাদনা থিতিয়ে গেছে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে তুলকালাম কান্ড। স্বাধীন দেশে পুলিশ নিরস্ত্রের মিছিলে গুলি চালিয়েছে– গুলি থেকে বাঁচেনি মেয়েরাও। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যখানেও। এমনি এক মিছিলে গুলি খেয়ে মরবে এক কিশোরী, যার প্রতিক্রিয়ায় লেখা হবে শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী'। দাঙ্গার আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ তখনও দম আটকে রেখেছে বাতাসের, সহজে তার রেশ ফুরোবারও নয়। প্রায়ই মিছিলে শোনা যায় ধ্বনি: 'এ আজাদি ঝুটা হায়'; এক পয়সা ট্র্যাম ভাড়া বেড়েছিল ব'লে প্রতিবাদ জেগে ওঠে– মিছিল, হরতাল, পুলিশের গুলি; কারখানায় চাকরি খোয়াচ্ছে লোকে; বেকারিত্বের অসহনীয় জ্বালা, উদ্বাস্তু শিবির থেকে বেরিয়ে আসছে মেয়েরা, সংসার বাঁচাবার জন্যে বেছে নিচ্ছে কত রকম কাজ, যার অনেকটাই শোভন নয়। মন্বন্তরের সময়ও লোকে এ-সব দেখেছে, শিউরে উঠেছে; কিন্তু এখন এটা নিত্যকার ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে, লোকের কথাবার্তায় ঢুকে যাচ্ছে 'হাফ গেরস্থ' ধরনের শব্দ, মেয়েরা চাকরি করতে বেরুবে কি না তা-ই নিয়ে হট্টগোল (পরে এ নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গল্প নিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবি তুলবেন **মহানগর**), গণক (এবং কণিকা) প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার হ'য়ে আছে শহর কলকাতা। র‍্যাঁবোর কবিতার জন্যে দেশ তৈরি হ'য়ে গেছে ততদিনে। এককালে তারই এক দলিল তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন র‍্যাঁবো, অন্যদেশে, অন্য-এক সময়ে, প্রায় একশো বছর আগে, আঠারো বছর বয়সেই যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, যখন দাস ব্যবসা আর চোরাচালানের জন্য জড়িয়ে গেছে তাঁর নাম, তিনি ব'লে উঠেছিলেন, কবিতা? 'ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।

আগেই যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করা যাক। এমন নয় যে র‍্যাঁবোর নাম বাংলা কবিতা এর আগে শোনেনি, তাঁর কোন-কোন কবিতার বাংলা অনুবাদ আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলো গবেষকেরা তার সন্ধান আমাদের দিতে পারবেন। কিন্তু তখনও নিশ্চয়ই তৈরি হয়নি, তার জন্যে জরুরি ছিলো এক সামগ্রিক অবক্ষয়ের অবতমসা, জরুরি ছিলো আস্ত একটা জাতির জাহান্নমে চ'লে যাবার। তাছাড়া বাঙালিরা, পাঠ্য তালিকার সূত্রেই, বা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছে ব'লেই, অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি কবিতা পড়েছে, ভাষার ব্যবধানের জন্যেই ফরাশি ভাষার কবিদের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ'ড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ একবার এ-রকমটাও বলেছিলেন: ইংরেজদের বদলে ফরাসিরা আমাদের দেশ দখল ক'রেনিলে আমরা সবাই মিলে মনে - প্রাণে ফরাসি হ'য়ে শুরু ক'রে দিয়েছে বোদলেয়ার (এবার প্রধানত বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ), মালার্মে (প্রধানত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদ, যা সংকলিত হবে প্রতিধ্বনি বইতে; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমনকি এও তো বলেছিলেন যে মালমে প্রবর্তিত কাব্যদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট) এবং কিছুকাল পরে কৃত্তিবাস - গোষ্ঠীর একজন কবি এমনকী এই বার ক'রে দেবেন: **র‍্যাঁবো, ভেলে'ন ও নিজস্ব।**

কী হয়েছিলো নরকের এই এক ঋতুতে? তৈরি হ'য়ে যাচ্ছিলো বিকল্প ভাষা– 'শব্দের রসায়ন''। তৈরি হচ্ছিলো, হয়তো, শার্ল বোদলেয়ার

থেকেই, র‍্যাঁবোর বয়েস যখন এক। তখন যাঁর **কেদজ কুসুম** বেরুবে, হুলুস্থুল উঠবে ফ্রান্সে, চেপে বসতে চাইবে প্রতিষ্ঠান, কর্তপক্ষ নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত ক'রে দিতে চাইবেন যার অনেকটাই। যেখানে প্রেমিক - প্রেমিকাও বেড়াতে বেরিয়ে দ্যাখে পথের মোড়ে প'ড়ে আছে বেওয়ারিশ লাশ, যেখানে 'পথচারিণীকে ধরে এনেছে উপনিবেশের কর্তারা এমনকী মালাবার থেকেও, রাস্তায় ভিখিরি, পকেটমার, ষণ্ডাগুন্ডা এসে হাজির হয়েছে, ''আশবাবের কবি'' দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন ক'রে এই সমাজ মানুষকেই বানিয়ে দিয়েছে অ-মানুষ, আশবাব, শহরের কোন-কোন দ্রষ্টা', এক সত্যদেবতা। পুঁজিবাদের ভাষার বাইরে ভাষাকে—কবিতাকে—দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বোদলেয়ার। পরে র‍্যাঁবো এসে অন্য-এক ভাষা তৈরি করে দিতে চাইনে 'ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সচেতনভাবে সমূহ বিপর্যয়।" ঘটিয়ে দিয়ে, মনস্তাত্ত্বিকরা যার একটা গালভরা নামও দেবেন ''কোনেস্থিসিয়া'', সে নাকি এক শরীরেই সামূহিক চৈতন্য, ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ছাপছোপ থেকে যা আলাদা; প্রচলিত ভাষার বাইরে এই বিকল্প ভাষা তৈরি করবার জন্যে কথা বলা হবে এইভাবে :

> বার করেছি স্বরবর্ণের রং – আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ঈ রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এক একটি সুগম ক্রিয়াপদ আবিষ্কার করতে যা একদিন - না একদিন প্রযোজ্য হ'তে পারবে সমস্ত অর্থে।

''এই আমি অনুবাদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ক'রে রাখলাম" —সেখানেই বলেছিলেন র‍্যাঁবো। প্রথমে যা ছিলো নিছকই সমীক্ষণ, তা চ'লে এলো ''দুরূহের দারুণ আকর্ষণে" দুঃসাধ্য কার্যপ্রক্রিয়ায় : রূপ দিতে চাইলো মৌনকে, বাণী দিয়ে গেলো রাত্রিকে, লিখে গেলো অনির্বচনীয়কে— আর স্থৈর্যে বেঁধে দিলো চিরচঞ্চল ঘূর্ণিকে। এইসব অসম্ভব কান্ড করবার জন্যে তাঁকে যেতে হ'লো বচনের পরপারে, বাস্তবকেও পেরিয়ে, ভিন্ন-ভিন্ন বেদনার ভেতর ঘটিয়ে দিলো এক তুলকালাম বিশৃঙ্খলা। একদিন যেমন ঝড়ের মাঠে এক হাবা বলেছিলো এক হবু-পাগলকে : 'তোমার কানগুলো দিয়ে দ্যাখো', সেটাই ঘ'টে গেলো বচনের এই অভূতপূর্ব রসায়নে।

কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো? সমুদ্র দেখবার আগেই, এক কিশোর একদিন, নিছক জুল ভের্ন'-এর সমুদ্রের তলায় কুড়ি হাজার লিগ প'ড়েই, লিখে ফেলেছিলো এক অদ্ভুত নৌযাত্রার কাহিনী:" ''মাতাল তরণী"। পারী-কমিউনে যোগ দেবে ব'লে সেই কিশোর বাড়ি থেকে পালিয়ে পথে বেরিয়েছিলো। : 'লম্বা-লম্বা হাত, গোড়ালির -ওপর -ওঠা ছোটো ময়লা প্যান্ট, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে প্রকান্ড চুরুট আর সেই জ্বলন্ত চোখ'। সে বলেছিলো:

> আমাকে টানে অর্থহীন ছবি, দরজার ওপর দিকটা, সাজসজ্জা, ক্রীড়কের পট, বিজ্ঞাপন ফলক, লোকশিল্পে রং চং।
> সেকেলে সাহিত্য, গির্জার প্যাটিন, বানান ভুলে ভর্তি আদিরসের বই, প্রগৈতিকহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শৈশবে ছোট বই পুরনো গীতি নাট্য সরল অস্থায়ী, অমার্জিত ছন্দ।
> স্বপ্নে দেখেছি ধর্মযুদ্ধ, নামহীন আবিষ্কারের আশায় দেশান্তর যাত্রা, হুজুগশূন্য রাষ্ট্র, ধর্মে-ধর্মে গুমোট লড়াই, নীতি সংক্রান্ত বিপ্লব জাতিতে– জাতিতে ও মহাদেশে কতো ওলটপালট, বিশ্বাস করেছি সমস্ত জাদুমন্ত্র।

যে জাদুমন্ত্রে সে বিশ্বাস করেছিলো একদিন, পরে তা ই-ফরাশি কবিতাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো নতুন পথ। 'শব্দের ছায়াবাজিতে' বুঝিয়ে দিয়েছিলো 'কুহকের মতো কূটতর্ক আছে এখানেই। এখন থেকে শুরু হ'য়ে যাবে কবিতার নতুন রীতি, উপমা বা উৎপ্রেক্ষার সুশৃঙ্খল বুদ্ধিগ্রাহ্য পন্থার বদলে কবিতাকে দখল ক'রে নেবে স্মৃতি, অনুষঙ্গ লক্ষণ– অপ্রত্যাশিত, আপতিক এলোপাথারি– সব উঠে আসবে অবচতনা থেকে। সচেতনভাবে ঘটাতে হবে ইন্দ্রিয়ের বেদনাগুলোর বিপর্যয়' —আর তাহ'লেই তৈরি হ'য়ে যাবে কবিতার নতুন ভাষা।

এটা আশ্চর্য নয় যে কিশোর র‍্যাঁবোকে কিশোর বয়েসে ডাক দিয়েছিলো পারী কমিউন। এটাও আশ্চর্য নয় যে পরে যে পরাবাস্তবাদী কবিদের আবির্ভাব হবে প্রতীকিবাদের গন্ডি ছাড়িয়ে– তাঁরা সবাই বেছে নেবে রাজনৈতিক আদর্শ—নরকই যেমন আছে তাকে বদলে তাকে জগৎ বানিয়ে দেবার জন্যে, মানুষের বাসযোগ্য ক'রে যাবার জন্যে। এঁদের বেশির ভাগই দীক্ষা নেবেন মার্ক্সবাদে, কেউ-কেউ ডিগবাজি খেয়ে সমর্থন জানাবেন ফাশিস্তদের– কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে কেউ নন। র‍্যাঁবোও তো তা-ই; পরে যে-ডিগবাজিই তিনি খেয়ে থাকুন না কেন, তাঁর কবিতা ব্যক্তি থেকে সমূহে গিয়ে পৌঁছোয়, ব'লে ওঠে: 'ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌঁছবো আশ্চর্য নগরীতে।' এক ঋতু নরকে কেটে যাবার পর দেয়ালিতে ঝলমল ক'রে উঠবে সবে।

এক ঋতু নরকে বেরুবার পর ঠিক একশো বছর কেটে গিয়েছে– স্টকহোমে নোবেল পুরস্কার নিতে এসে, অন্য মহাদেশের একজন কবি, পাবলো নেরুদা ব'লে উঠেছিলেন:

> আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে, এক দুঃস্থ ও উজ্জ্বল কবি, সকলের মধ্যে যাঁর ছিলো সবচেয়ে গভীর মর্মপীড়া, ভবিষ্যদ্বাণী লিখে গিয়েছিলেন: 'A I'aurore, armes d'ume ardente patience, nous entrerons aux splendides villes' উষসীতে, জ্বলন্ত ধৈর্যে সশস্ত্র হ'য়ে, আমরা গিয়ে পৌঁছুবো অলোঝলমল নগরীগুলোয়।
>
> র‍্যাঁবো, যাঁর ছিলো আলোকদৃষ্টি, আমি তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করি।...
>
> শেষ করার আগে, বিশ্বাস যাঁদের আছে সেই সব মানুষকে আমি ব'লে যেতে চাই, ব'লে যেতে চাই শ্রমিকদের, আর কবিদের, যে সমগ্র ভবিষ্যৎই প্রকাশিত হয়েছে র‍্যাঁবোর ঐ একটি বাক্যে : শুধু জ্বলন্ত ধৈর্য নিয়েই আমরা জয় ক'রে নিতে পারবো আলোকচ্ছটার নগরী যা আমাদের দেবে আলো, ন্যায়বিচার, আর সমস্ত মানুষকে মহিমা।

নেরুদা ঐ কথা বলেছিলেন ১৯৭২-এ। লোকনাথ ভট্টাচার্যকে আমাদের কৃতজ্ঞতা : তিনি এই কথাই আমাদের কাছে শুনিয়েছিলেন ১৯৫৪-র ডিসেম্বরে : যখন আমরা ভাবছিলাম এক ঋতু নরকে নয়, বুঝি সব ঋতুই কাটাতে হবে নরকে।